بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১২ই জুন, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) দানশীলতা ও বদান্যতা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় পাঠ করেন,

اَلَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَہُمۡ بِالَّیۡلِ وَالنَّہَارِ سِرًّا وَّعَلَانِیَۃً فَلَہُمۡ اَجۡرُہُمۡ عِنۡدَ رَبِّہِمۡ ۚ وَلَا خَوۡفٌ عَلَیۡہِمۡ وَلَا ہُمۡ یَحۡزَنُوۡنَ۔

وَفِیۡۤ اَمۡوَالِہِمۡ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالۡمَحۡرُوۡمِ۔

হুযূর (আই.) বলেন, আমি প্রথম যে আয়াতটি পাঠ করেছি তার অনুবাদ হলো, **"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ দিনে ও রাতে, গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে থাকে, তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের পুরস্কার সংরক্ষিত রয়েছে, আর তাদের কোনো ভয় নাই এবং তারা দুঃখভারাক্রান্তও হবে না।"** (সূরা আল-বাকারা: ২৭৫)

আর পরের আয়াতটির অর্থ হলো, **"আর তাদের ধন-সম্পদে সাহায্যপ্রার্থীদেরও অধিকার রয়েছে এবং যারা সাহায্য চাইতে পারে না তাদেরও অধিকার রয়েছে।"** (সূরা আয-যারিয়াত: ২০)

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, আজ আমি মহানবী (সা.)-এর দানশীলতা ও বদান্যতার আদর্শ সম্পর্কে কতিপয় রেওয়ায়েত উপস্থাপন করব। এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, এ বিষয়ে তিনি (সা.) কীভাবে বারবার মু'মিনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং একইভাবে তাঁর নিজের ব্যবহারিক আদর্শও কত উন্নত ছিল। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্ তা'লা হুকুকুল্লাহ্ এবং হুকুকুল ইবাদ (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকার) প্রদান করার, ধর্মীয় প্রয়োজন এবং অভাবীদের প্রয়োজন পূরণ করার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর এই নির্দেশের আলোকে মহানবী (সা.) মু'মিনের দৃষ্টিও এ বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করেছেন আর সর্বোপরি নিজের ব্যক্তিগত আদর্শ উপস্থাপন করেছেন এবং নিজের জীবনাদর্শের আলোকে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ব্যবহারিক চিত্র আমাদের দেখিয়েছেন। কেবল একটি বৈশিষ্ট্যই নয়, বরং তাঁর (সা.) জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পবিত্র কুরআন সম্মত ছিল। এ কারণেই হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে বলেছিলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ অর্থাৎ, **তাঁর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ কুরআন সম্মত**। তাঁর যেকোনো বৈশিষ্ট্যের দিকেই তাকান না কেন, তিনি ছিলেন এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত, যার চেয়ে উন্নত আর কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা যেতে পারে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আ অভাবীদের প্রয়োজন পূরণ করার প্রতি অনেক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মহানবী (সা.) এ বিষয়ে শুধু নিজের বাণী দ্বারাই নয়, বরং নিজের ব্যবহারিক আদর্শ দ্বারাও অনেক গুরুত্বারোপ করেছেন। যেমন হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) এই বাক্যাবলি পাঠ করে দোয়া করতেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ। অর্থাৎ, **'হে আল্লাহ্! আমি কার্পণ্য থেকে, আলস্য থেকে, জরাজীর্ণ বয়স থেকে, কবরের আযাব থেকে এবং জীবন ও মৃত্যুর নৈরাজ্য থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'**। [সহীহ্ মুসলিম] একইভাবে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত মহানবী (সা.)-এর আরেকটি দোয়া হলো, اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ। অর্থাৎ, **'হে আল্লাহ্! আমি তোমার আশ্রয় গ্রহণ করছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, দুর্বলতা ও অলসতা থেকে, ভীরুতা ও কার্পণ্য থেকে, ঋণের বোঝা ও মানুষের প্রভা-প্রতিপত্তি থেকে'**। [সহীহ্ বুখারী]

একইভাবে আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় এবং বান্দাদের সাহায্য করার বিষয়ে তিনি (সা.) মু'মিনদের এই উপদেশও দিয়েছেন। হযরত আসমা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাকে বলেছেন, **'থলের মুখ বেঁধে রেখো না। খোলো (তথা খরচ করো), অন্যথায় তোমাকেও তা থেকে বঞ্চিত রাখা হবে'** [সহীহ্ বুখারী]। আরেকটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, **'গণনা করতে থেকো না বা গুনে গুনে দিও না, অন্যথায় আল্লাহ্ তা'লাও তোমাকে গুনে গুনে দেবেন'**।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটে, জান্নাতের নিকটে, মানুষের নিকটে কিন্তু আগুন (বা জাহান্নাম) থেকে দূরে; আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ থেকে দূরে, জান্নাত থেকে দূরে, মানুষ থেকে দূরে কিন্তু আগুনের (জাহান্নামের) নিকটে'** [জামে তিরমিযী]। **আর একজন দানশীল মূর্খ ব্যক্তি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'লার নিকট কৃপণ ইবাদতকারীর চেয়ে অধিক প্রিয়**। একইভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'ধোঁকাবাজ, কৃপণ এবং অধিক খোঁটা দানকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না'**। [জামে তিরমিযী] আরেক স্থানে মহানবী (সা.) বলেছেন, **মু'মিন সরলমনা ও দানশীল হয়, আর পাপাচারী হয় প্রবঞ্চক ও ইতর।**

এক স্থানে উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (সা.) বলেছেন, **হে আদম সন্তান! তোমার নিজের প্রয়োজন শেষে অতিরিক্ত সম্পদ খরচ করা তোমার জন্য উত্তম। আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে যে সম্পদ দিয়েছেন, তোমার যেসব প্রয়োজন রয়েছে তা নিঃসন্দেহে পূরণ করো, কিন্তু এর চেয়ে অতিরিক্ত যে সম্পদ রয়েছে তা (আল্লাহ্র রাস্তায়) খরচ করো, আর তা পুঞ্জিভূত করে রাখা তোমার জন্য মন্দ, তবে তোমাকে প্রয়োজনের পরিমাণ (গচ্ছিত) রাখার কারণে তিরস্কার করা হবে না। আর তুমি তার মাধ্যমে (খরচ) শুরু করো– যার লালনপালনের দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত।** অতঃপর তিনি (সা.) বলেছেন, **আর ওপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।**

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) বলতেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **কেবল দুটি ক্ষেত্রেই ঈর্ষা করা বৈধ। একটি হলো সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ সম্পদ দেন এরপর তাকে যথাস্থানে অকৃপণভাবে তা খরচ করার সামর্থ্য দেন; এবং অপরটি হলো সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ্ প্রজ্ঞা দান করেছেন, আর তিনি সে অনুযায়ী মীমাংসা করেন ও আমল করেন এবং অন্যদেরকেও শিক্ষা দেন।** [সহীহ্ বুখারী]

একবার মহানবী (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-এর কাছে আসেন। তখন তার সামনে খেজুরের একটি স্তূপ জমা ছিল, যা তিনি মহানবী (সা.) এবং তাঁর অতিথিদের জন্য জমা করে রেখেছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেন, তুমি কি এটি ভয় পাও না যে, এই স্তূপিকৃত সম্পদের ওপর জাহান্নামের গরম আঁচ এসে লাগবে? অতঃপর তিনি (সা.) বেলাল (রা.)-কে উপদেশ দেন, **হে বেলাল! খরচ করতে থাকো এবং আরশের অধিপতি খোদা থাকতে অভাব-অনটনের ভয় কোরো না।** [শুয়াবুল ঈমান, বায়হাকী]

আরেক জায়গায় মহানবী (সা.) বলেছেন. **"আমি তো কেবল বণ্টনকারী; দাতা তো আল্লাহ্।"** মহানবী (সা.)-এর বদান্যতার গুণ তাঁর মধ্যে নবুওয়্যত লাভের পূর্বেও ষোলোআনা বিদ্যমান ছিল, যার সাক্ষ্য আমরা হযরত খাদীজা (রা.)-র সেই বক্তব্যে পাই, যা তিনি প্রথম ওহীর সময় বলেছিলেন, **ভয় পাওয়ার প্রয়োজন নেই; আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ কখনো আপনাকে অপদস্থ করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন, দুর্বলের বোঝা বহন করেন, এমন সব পুণ্যকর্ম করেন যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অতিথিসেবা করেন এবং সত্যিকার বিপদে (মানুষকে) সাহায্য করেন।** [সহীহ্ বুখারী]

মহানবী (সা.) বলেছেন, দু'টি স্বভাব মু'মিনের মধ্যে থাকতে পারে না, **প্রথমত কৃপণতা, আরেকটি দুশ্চরিত্র**। তিনি বলেছেন, **অবিচার থেকে মুক্ত থাকো, কৃপণতা ও লোভ থেকে বাঁচো; নিশ্চয়ই কৃপণতা তোমাদের পূর্বের লোকদের ধ্বংস করেছিল। কোনো বান্দার অন্তরে লোভ-কৃপণতা এবং ঈমান একসঙ্গে থাকতে পারে না**। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) **মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ছিলেন, সবচেয়ে দানশীল ছিলেন, সবচেয়ে সাহসী ছিলেন**। তিনি (সা.) বলেছেন, **"আল্লাহ্ সকল দাতার চেয়ে বেশি দানশীল, আর আমি আদম-সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল।"**

অনান্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) রমযান মাসে অনেক বেশি দান-সদকা-খয়রাত করতেন এবং কল্যাণ ও পুণ্যের ক্ষেত্রে তিনি ঝড়ো হাওয়ার চেয়েও বেশি দ্রুত হয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, **যদি আমার কাছে তিহামার পর্বতগুলোর সমান সোনা থাকত, তাহলে আমি তাও তোমাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতাম এবং তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বা কৃপণ হিসেবে দেখতে পেতে না**। তিনি (সা.) বলেছেন, **আমি এটি কখনোই পছন্দ করব না যে, আমার কাছে উহুদ পর্বতের সমপরিমাণ সোনা থাকবে এবং তৃতীয় রাত পার হয়ে যাবে অথচ তা থেকে একটি দীনারও আমার কাছে অবশিষ্ট রয়ে যাবে, শুধু সেই অংশ ছাড়া যা আমি ঋণ পরিশোধের জন্য রেখে দিয়েছি**। তিনি (সা.) বলেছেন, **'যারা অত্যন্ত ধনী অথচ অভাবীদের জন্য ব্যয় করে না, তারাই কিয়ামতের দিন অতি দরিদ্র হবে।'**

হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে যতগুলো ছাগল ছিল তার সবগুলো চেয়ে বসে এবং তিনি (সা.) তাকে তা দান করেন। অতঃপর সে তার সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বলে, **হে আমার সম্প্রদায়! ইসলাম গ্রহণ করে নাও, আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা.) এত বেশি দান করেন যে, দারিদ্র্যতার আর কোনো ভয় থাকে না**। হযরত আনাস (রা.) বলেন, **কখনো কখনো কোনো ব্যক্তি কেবল জগতের লোভেই ইসলাম গ্রহণ করত, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথেই ইসলাম তার কাছে জগৎ ও এর মধ্যবর্তী সবকিছুর চেয়ে অধিক প্রিয় হয়ে যেত**। [সহীহ্ মুসলিম]

মহানবী (সা.) আগামীকালের জন্য কোনো কিছু জমা করে রাখতেন না। একবার মহানবী (সা.) 'আসরের নামায পড়িয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে চলে যান এবং আবার বাইরে বের হয়ে আসেন। জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, **আমি সদকার মাল থেকে এক টুকরা সোনা ঘরে ফেলে এসেছিলাম। আমি পছন্দ করি নি যে, এটা সারা রাত আমার কাছে পড়ে থাকবে, তাই আমি তা বিলিয়ে দিয়েছি।'** হযরত উম্মে সালামা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.) আমার কাছে আসেন, তখন তাঁর চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। আমি ভাবলাম, কোনো কষ্ট বা ব্যথার কারণে এমন হয়েছে। আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার চেহারা ফ্যকাসে হয়ে গেছে; এটা কি কোনো কষ্টের কারণে? মহানবী (সা.) বলেন: **না! বরং সেই সাতটি দীনারের কারণে, যা সন্ধ্যায় আমাদের কাছে এসেছিল এবং রাত পার হয়ে গেল, অথচ আমি তা বিতরণ করি নি। আমি তা বিছানার কোনায় ভুলে গিয়েছিলাম; যখন আমার মনে পড়ে, তখন আমার খুব কষ্ট হয়েছে**।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর অবস্থা এমন ছিল যে, **তাঁর কাছে যা কিছু আসত, তিনি তা তৎক্ষণাৎ বিলিয়ে দিতেন। একবার তাঁর ঘরে একটি মোহর ছিল, তিনি সেটি নিয়ে বিতরণ করেন**।

মহানবী (সা.) খুবই লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। যখনই তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হতো, তিনি দান করতেন। দানের দিক থেকে তিনি সব মানুষের চেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন।

একবার তাঁর (সা.) কাছে বাহরাইন সত্তর হাজার দিরহাম আসে। এই সম্পদ একখানা চাটাইয়ের ওপর রাখা হয়। তিনি (সা.) এই সম্পদ বণ্টনের জন্য দাঁড়ান, এমন কোনো প্রার্থী ছিল না যাকে তিনি খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন, এভাবেই পুরো সম্পদ বিলিয়ে দেন।

খুতবার শেষদিকে হুযূর আনোয়ার (আই.) এক ইহুদী আলেম হযরত যায়েদ বিন সানা (রা.)-র ইসলাম গ্রহণ করার প্রসিদ্ধ ঘটনাটি বর্ণনা করেন যে, তিনি কীভাবে মহানবী (সা.)-কে পরীক্ষা করে তাঁর সত্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হুযূর বলেন, এই হলো মহানবী (সা.) উত্তম চরিত্র, তিনি কেবল ঋণ নিয়েই একটি জাতিকে ক্ষুধা থেকে মুক্তি দেননি, বরং নিজের শিষ্টাচার দিয়ে একজন ইহুদী আলেমকেও মুসলমান বানিয়েছেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)